

শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব

The Impact of Social Media in the Field of Education

সৈকত পাত্র, স্বাধীন গবেষক, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ

Saikat Patra, Independent Researcher, Bankura, West Bengal

ভূমিকা

২১শ শতাব্দী সামাজিক মাধ্যমের আগমন ঘটায় মানুষের জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। সামাজিক মাধ্যম হলো সফটওয়্যার, নেটওয়ার্কিং যন্ত্র, এবং ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্ম যা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়, যেমন কনটেন্ট শেয়ারিং ও তৈরি করা, যোগাযোগ, এবং ব্যবসা। **Fuchs (2017)** এর মতে, সামাজিক মাধ্যম হলো ইন্টারনেটভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন যা ব্যবহারকারীদের তৈরি কনটেন্টের সৃষ্টি ও শেয়ার করার প্রযুক্তিগত ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে, এবং যা ব্যক্তিগত যোগাযোগের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বজনীনভাবে প্রবেশযোগ্য ও স্কেলযোগ্য আন্তঃসংযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে কাজ করে।

২০২০ সালের মধ্যে, সামাজিক মাধ্যমের ধারণা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোতে প্রায় প্রতিটি মানুষ স্মার্টফোন বা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রধান সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোর অন্তত একটি ব্যবহার করেছেন। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ-বয়সী শিক্ষার্থীদের মধ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার ও সম্পৃক্ততার কারণে, সামাজিক মাধ্যমের সরঞ্জাম শিক্ষার পরিবেশেও ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যা শিক্ষাদান ও শেখার প্রক্রিয়াকে সহজতর করে তোলে। সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, কারণ এটি শিক্ষার্থীদের শেখা, কনটেন্ট শেয়ারিং এবং সহযোগিতার সুযোগ প্রদান করে। তবে, অনেক শিক্ষার্থী, অভিভাবক, এবং শিক্ষকের মধ্যে এখনো উদ্বেগ রয়ে গেছে, কারণ তাদের মতে, এটি শিক্ষাদানের প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং কখনো কখনো অকার্যকরও হতে পারে।

পদ্ধতি

সামাজিক মাধ্যমের সাধারণ ধারণা নিয়ে গবেষণা করার পর দেখা যায়, প্রধান ব্যবহারকারী গোষ্ঠী এখনও কিশোর ও তরুণ প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে সীমাবদ্ধ, যারা বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, বিশেষত **Facebook**, সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করে (**Perrin & Anderson, 2019**)। উল্লেখযোগ্যভাবে, **Facebook**-এর উৎপত্তি কলেজ ছাত্রদের মধ্যেই ঘটেছিল, যা সামাজিক মাধ্যমের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রভাব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলে। যদিও এই গবেষণা প্রশ্নটি কিছুটা বিস্তৃত, তবু এটি যথেষ্ট নির্দিষ্ট যাতে এর প্রেক্ষাপট গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। **UNISA** লাইব্রেরি ক্যাটালগ এবং **Google Scholar**-এ করা সাহিত্য অনুসন্धानে শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন প্রভাব নিয়ে প্রচুর গবেষণাপত্র, সংশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক আলোচনা পাওয়া গেছে।

বিশেষভাবে, আমরা দুটি মূল ধারণার ওপর ফোকাস করতে চেয়েছিলাম: ১) শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যম সরঞ্জামগুলির কার্যকারিতা, এবং ২) শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের ধারণা। এই কিওয়ার্ড ব্যবহার করে অনুসন্ধান সংকুচিত করার পরেও, এই ক্ষেত্রটি এতটাই প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে যে, ২০১৬ সালের পরের সময়কাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করেও হাজার হাজার ফলাফল পাওয়া গেছে। লেখা নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিরোনামের প্রাসঙ্গিকতা, সারাংশে গবেষণার দিশা, এবং পত্রিকার নির্ভরযোগ্যতা ও খ্যাতির ভিত্তিতে সাহিত্য নির্বাচন করা হয়। কিছু প্রবন্ধে উল্লেখ করা বই বা অন্যান্য প্রবন্ধের অভ্যন্তরীণ উদ্ধৃতিও অনুসন্ধান করা হয়, যদি সেগুলো আমাদের অনুসন্ধান মানদণ্ডের সাথে মেলে। সামগ্রিকভাবে, প্রায় ২৫টি সাহিত্য উৎস নির্বাচন করা হয়েছিল এবং প্রতিবেদনের জন্য তাদের ব্যবহারযোগ্যতার ভিত্তিতে এগুলোকে আরও সংকুচিত করা হয়।

গুণমানের সূচক

অর্থনৈতিকতা

এই গবেষণাপত্রে ব্যবহৃত সমস্ত তথ্যগুলিকে আপডেট করা হয়নি, কারণ এগুলো প্রধানত জার্নাল প্রকাশনা। যদিও **COVID-19** মহামারির সময় অনলাইন শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন এবং নতুন কৌশল চালু হওয়ার ফলে শিক্ষায় সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবের প্রেক্ষাপট কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, তবুও এই গবেষণাগুলি এখনও গুরুত্বপূর্ণ। তারা সামাজিক মাধ্যম এবং শিক্ষার সম্পর্কের বিষয়ে মূল্যবান অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করে, যা সাম্প্রতিক পরিবর্তন সঙ্গেও প্রাসঙ্গিক।

প্রাসঙ্গিকতা

উৎসগুলি সেই পাঠকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা শিক্ষাক্ষেত্রে আগ্রহী বা এতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। তথ্যগুলি সামাজিক মাধ্যমের শিক্ষায় প্রভাব সম্পর্কিত সম্ভাব্য সব দৃষ্টিভঙ্গি এবং আগ্রহের পয়েন্টগুলো কভার করে, যা একটি বিস্তৃত সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে। এতে সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা, কার্যকারিতা, এবং শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা শিক্ষার প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার্থীদের সাফল্যের ওপর সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব বোঝার ক্ষেত্রে সহায়ক।

প্রাধিকৃতি

এই গবেষণায় নির্বাচিত সাহিত্যসমূহ সম্মানিত লেখকদের দ্বারা পরিচালিত এবং স্বনামধন্য জার্নালে প্রকাশিত, যা তাদের বৈধতা এবং প্রভাবশালী অবস্থানকে নির্দেশ করে। এই প্রবন্ধগুলো অন্যান্য গবেষণাপত্রে বারবার উদ্ধৃত হয়েছে, যা তাদের মান ও গুরুত্বকে আরও নিশ্চিত করে। এ ধরনের গবেষণা সাধারণত নির্ভরযোগ্য এবং সুপরিচিত উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়, যা পাঠকদের কাছে একটি মানসম্পন্ন মানদণ্ড তৈরি করে। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরনের গবেষণা প্রায়শই মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়, কারণ এগুলি প্রামাণ্য এবং গবেষণায় স্বীকৃত।

সঠিকতা

প্রতিটি উৎস পিয়ার-রিভিউড জার্নাল বা প্রকাশনা থেকে নেওয়া হয়েছে, যা তাদের সঠিকতা এবং বৈধতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে। পিয়ার-রিভিউড প্রক্রিয়াটি বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড প্রতিষ্ঠা করে, যা নিশ্চিত করে যে প্রকাশিত তথ্যগুলি উচ্চমানের গবেষণার মান অনুসরণ করে এবং সঠিক ও নির্ভরযোগ্য। এর ফলে, গবেষণাটি সঠিক এবং বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে, যা এর ফলাফল এবং বিশ্লেষণের ওপর উচ্চমানের ভিত্তি তৈরি করে।

উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মের দ্রুত বৃদ্ধি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যবহারের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন করা। সামাজিক মাধ্যমের সুবিধা ও অসুবিধা নিয়ে বিতর্ক তুলে ধরার মাধ্যমে, এই গবেষণাটি এর সঠিক প্রয়োগ ও প্রভাব মূল্যায়ন করে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে এর কার্যকারিতা এবং প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ফলাফল

সামাজিক মাধ্যমের ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা শিক্ষাক্ষেত্রে এর অন্তর্ভুক্তির জন্য নানা সুযোগ তৈরি করেছে। এটি শিক্ষামূলক গবেষণা এবং শিক্ষাক্ষেত্রের যোগাযোগে উদ্ভাবন আনার একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। সামাজিক মাধ্যমের মাধ্যমে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উপায়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং ডিজিটাল সহযোগিতা সম্ভব হয়, যা শিক্ষার্থীদের শিক্ষার অভিজ্ঞতাকে আরও উন্নত করে। শিক্ষার্থীরা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায়ও অংশ নিতে পারে, যেখানে তারা শিখন-শেখানো কার্যক্রমের বাইরে সম্পদ বিনিময় এবং গঠনমূলক সম্প্রদায়ের কার্যক্রমে যুক্ত হতে পারে (**Greenhow et al., 2019**)। আধুনিক শিক্ষাগত ধারণায় সামাজিক মাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে, যা অংশগ্রহণমূলক ডিজিটাল সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে উন্নত করতে পারে। সামাজিক কনস্ট্রাক্টিভিজম এবং কানেক্টিভিজমের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রয়োগ করা হলে, সামাজিক মাধ্যম তাৎক্ষণিক সংযোগ এবং মাল্টিমোডাল শিখনের জন্য কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি বিভিন্ন শিখন উপকরণের

মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শেখার পদ্ধতি এবং সহযোগিতামূলক শিক্ষাকে আরও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করে (Greenhow & Lewin, 2015)।

Price et al. (2018) পরিচালিত গবেষণায় শিক্ষার্থীদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছিল যে সামাজিক মাধ্যম কোর্সের বিষয়বস্তুর মধ্যে কতটা সফলভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ইতিবাচক মতামত প্রকাশ করে, এবং তারা লক্ষ্য করে যে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার তখনই কার্যকর হয়েছে যখন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে পাঠক্রম এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমের অংশ করা হয়েছিল। শিক্ষার্থীরা সামাজিক মাধ্যমকে তথ্যপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় বলে মনে করেছে, যা তাদের কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়েছে। তবে, কিছু শিক্ষার্থী পেশাগত এবং শিক্ষাগত উদ্দেশ্যে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারের বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করে, যা নির্দেশ করে যে ব্যক্তিগত এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবহারের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভেদ থাকতে পারে। **Orlanda-Ventayen** এবং **Magno-Ventayen (2017)** শিক্ষকদের দৃষ্টিভঙ্গি পরীক্ষা করে দেখেছেন এবং পেয়েছেন যে, অধিকাংশ শিক্ষক সামাজিক মাধ্যমকে শিক্ষায় সহায়ক মনে করেন এবং এটি বৈশ্বিক শিক্ষার প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে, গবেষণায় এটি উঠে এসেছে যে ব্যক্তিগত পছন্দ এবং কিছু অসুবিধার কারণে সামাজিক মাধ্যমকে অন্যান্য বিনামূল্যের লার্নিং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের সাথে একত্রিত করা উচিত বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলি শিক্ষাগত ও শেখার প্রেক্ষাপটে সবসময় কার্যকর ভূমিকা পালন করে না। **Lahti et al. (2017)** শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটি জরিপ পরিচালনা করে দেখেছেন যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলিকে তাদের একাডেমিক চাহিদার জন্য তেমনভাবে ব্যবহার করছে না। একইভাবে, **Manca & Ranieri (2016)** এর গবেষণায়ও পাওয়া গেছে যে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার সীমিত, এবং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা সামাজিক মাধ্যমের উপাদানগুলোকে শিক্ষাগত অনুশীলনে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী নয়। এই বিরক্তিকে ঘিরে বেশ কিছু পেডাগোজিক্যাল চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, যেমন শিক্ষাক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের প্রয়োগের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন। প্রতিষ্ঠানগত প্রতিবন্ধকতাও উল্লেখযোগ্য, যা এই প্ল্যাটফর্মগুলির সঠিক ব্যবহারকে বাধা দেয়। **Talaue et al. (2018)** লক্ষ্য করেছেন যে শিক্ষার্থীরা সাধারণত সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করে মূলত সামাজিক যোগাযোগ ও বিনোদনের জন্য, শেখা বা দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নয়। **Flanigan & Boychuk (2015)** এর মতে, শ্রেণীক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহার অনেক সময় মনোযোগ বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যা শিক্ষার্থীদের একাডেমিক কর্মক্ষমতা এবং কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

শিক্ষার্থীরা প্রায়ই সামাজিক মাধ্যমকে শেখার প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তির কারণ হিসেবে দেখে। যেমন ফেসবুকের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি চ্যাটিং, ছবি আপলোড করা, এবং অন্যান্য সামাজিক কার্যকলাপের মাধ্যমে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ তৈরি করে। **McCarthy** এবং **McCarthy (2014)** একটি গবেষণায় ফেসবুক ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার বিষয়ে বিশ্লেষণ করেছেন, যেখানে তারা সামাজিক মাধ্যমকে শিক্ষার ক্ষেত্রে অকার্যকর এবং বিভ্রান্তিকর বলে মনে করেছেন, যা মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখতে আরও বেশি প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

Wise et al. (2011) এর গবেষণায় শিক্ষার্থীরা উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের মনোযোগে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং একইসঙ্গে এটি গোপনীয়তার জন্যও হুমকি হতে পারে। **Erdem** এবং **Kibar (2014)** ব্লেন্ডেড লার্নিং প্রেক্ষাপটে ফেসবুকের মতো সামাজিক মাধ্যমের ভূমিকা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, প্ল্যাটফর্মগুলো যোগাযোগ এবং আন্তঃক্রিয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হলেও, হোমওয়ার্ক বা একাডেমিক প্রকল্প শেষ করার ক্ষেত্রে তেমন কার্যকর নয় এবং শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সাফল্য উন্নত করতে বিশেষভাবে উপযোগী নয়।

আলোচনা

সামাজিক মাধ্যমের শিক্ষায় প্রভাব নিয়ে আলোচনা করলে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভিত্তিতে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা যায়:

1. সামাজিক মাধ্যম কি আধুনিক শিক্ষার ধারা এবং পদ্ধতিতে স্থান পায়?

সামাজিক মাধ্যম আধিকারিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে একটি সেতু তৈরি করতে সক্ষম, যা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় শেখার, সহযোগিতা এবং সম্প্রদায় সংযোগের সুযোগ প্রদান করে (Greenhow et al., 2019)। সামাজিক মাধ্যম এমন একটি ডিজিটাল স্থান তৈরি করে যেখানে শিক্ষার্থীরা মাল্টিমোডাল পরিবেশে অংশগ্রহণ করতে পারে, যা তাদের জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়াকে আরও গভীর করে তোলে। তবে কিছু গবেষণায় দেখা গেছে যে শিক্ষার্থীরা সামাজিক মাধ্যমে

পুরোপুরি সক্রিয় না হয়ে শুধু ভোক্তা হিসেবে এর ব্যবহার করে থাকে (Greenhow & Lewin, 2015)। এই বিষয়টি সামাজিক মাধ্যমের শিক্ষায় ব্যবহারের কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছুটা বিতর্কের জন্ম দেয়।

2. সামাজিক মাধ্যম কি শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাগত উপকারে আসে?

সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার্থীদের শেখার প্রক্রিয়া, চিন্তার বিকাশ এবং সামাজিক দক্ষতা উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটি দ্রুত তথ্য শেয়ার করার এবং বিতরণের একটি সহজ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে, যা একাডেমিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক সংহতি বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে (Price et al., 2018)। শিক্ষার নতুন পদ্ধতিতে এর সংযুক্তি শিক্ষার্থীদের জন্য আরও কার্যকর শেখার সম্ভাবনা তৈরি করে। তবে, এটি নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ব্যবহারের উপর, যেখানে তারা সামাজিক মাধ্যমকে একটি জ্ঞানভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গ্রহণ করে।

3. সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারের প্রতি স্টেকহোল্ডারদের মনোভাব কি?

শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের মধ্যেই সামাজিক মাধ্যমের ব্যবহারে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। কিছু শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সামাজিক মাধ্যমকে একটি আধুনিক এবং কার্যকরী শিক্ষার পদ্ধতি হিসেবে দেখে, বিশেষ করে যখন এটি আনুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয় (Orlanda-Ventayen & Magno-Ventayen, 2017)। অন্যদিকে, কিছু শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এটি বিভ্রান্তি হিসেবে গণ্য করে, কারণ এটি অশিক্ষামূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে শেখার প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে পারে (Flanigan & Boychuk, 2015; Manca & Ranieri, 2016; Lahti et al., 2017)।

প্রস্তাবনা

গবেষণার ভিত্তিতে এটি স্পষ্ট যে সামাজিক মাধ্যম শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রবাহিত হয়েছে। তবে, মিশ্র ফলাফলগুলি দেখায় যে এটি একটি সার্বজনীনভাবে উপকারী টুল নয়। তথ্য শেয়ারিং, সরাসরি যোগাযোগ এবং সাধারণ সহায়তার সুবিধাগুলি প্রচার করা উচিত (Greenhow & Lewin 2015; Greenhow et al. 2019)। তবে, সামাজিক মাধ্যমের শিক্ষায় নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে, যার মধ্যে বিভ্রান্তি, খারাপ একত্রীকরণ এবং একাডেমিক কর্মক্ষমতার উপর নেতিবাচক প্রভাব (Flanigan & Boychuk 2015; Manca & Ranieri 2016; Lahti et al. 2017; Talaue et al. 2018)।

সামাজিক মাধ্যমের শিক্ষায় সফল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে এটি পেডাগোজিক্যালভাবে আরও ভালোভাবে একত্রিত করা প্রয়োজন, যাতে শিক্ষার মান এবং ফলাফল উন্নত হয়।

এই গবেষণার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করা হলো:

1. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সামাজিক মাধ্যমকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান না করে একটি পরিপূরক টুল হিসেবে প্রচার করা উচিত যা শেখার প্রক্রিয়া উন্নত করতে সহায়ক হতে পারে।
2. সামাজিক মাধ্যমকে সরাসরি পাঠদান এবং শ্রেণীকক্ষে করা উচিত নয় কারণ এতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
3. সামাজিক মাধ্যমকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্কুলের মধ্যে যোগাযোগের একটি শক্তিশালী টুল হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। সামাজিক মাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলির প্রযুক্তিগত সম্ভাবনাগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অনলাইন কমিউনিটি তৈরি করে কমিউনিকেশন গ্যাপ কে ব্রিজ করতে পারে।
4. সামাজিক মাধ্যম একটি অত্যন্ত কার্যকর টুল হতে পারে তথ্যের আদান-প্রদান এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যগত পদ্ধতিগুলির পাশাপাশি। এটি বিশেষভাবে কার্যকরী হতে পারে শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অথবা জরুরি তথ্য শেয়ার করার জন্য, যা ঐতিহ্যবাহী যোগাযোগের মাধ্যমে যেমন ইমেইল দিয়ে সবসময় পৌঁছানো সম্ভব নয়।

উপসংহার

সামাজিক মাধ্যম সমাজে একটি প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে তরুণদের জীবনে। শিক্ষা ক্ষেত্রে সামাজিক মাধ্যমের প্রভাব এবং এর সাধারণ স্থান নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য অনুসন্ধান পরিচালিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, পাওয়া গেছে যে সামাজিক মাধ্যম শিক্ষা পরিসরে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করতে সক্ষম। গবেষণাপত্রে উপস্থাপিত তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হল যে, সামাজিক মাধ্যম বিভিন্ন শিক্ষাগত পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাপকভাবে সংহত হয়েছে এবং এর ইতিবাচক ফলাফল রয়েছে, তবে কিছু মিশ্র ধারণা রয়েছে। এই

ডেটার প্রভাব নির্দেশ করে যে, শিক্ষকেরা সামাজিক মাধ্যমের সংহতকরণের জন্য মিশ্র-পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপকারে আসতে পারে। তবে এটি প্রধান বা বাধ্যতামূলক টুল হিসেবে নির্ভর করা উচিত নয়, বরং পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করা উচিত, কারণ এটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে এবং কিছু শিক্ষার্থীর জন্য নেতিবাচক ধারণা বা ব্যক্তিগত পছন্দ থাকতে পারে যারা এটি থেকে উপকৃত হয় না।

References

- Erdem, M., & Kibar, P. N. (2014). STUDENTS' OPINIONS ON FACEBOOK SUPPORTED BLENDED LEARNING ENVIRONMENT. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 13(1), 199–206.
- Fuchs, C. (2017). *Social Media: A Critical Introduction*. SAGE Publications Limited.
- Flanigan, A.E., & Babchuk, W.A. (2015). Social media as academic quicksand: A phenomenological study of student experiences in and out of the classroom. *Learning and Individual Differences*, 44, 40–45.
- Greenhow, C., & Lewin, C. (2015). Social media and education: reconceptualizing the boundaries of formal and informal learning. *Learning Media and Technology*, 41(1), 6–30. <https://doi.org/10.1080/17439884.2015.1064954>
- Greenhow, C., Galvin, S., & Willet, B.S. (2019). What Should Be the Role of Social Media in Education? Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, 6, 178 - 185.
- Lahti, M., Haapaniemi-Kahala, H., & Salminen, L. (2017). Use of Social Media By Nurse Educator Students: An Exploratory Survey. *The Open Nursing Journal*, 11(1), 26–33. <https://doi.org/10.2174/1874434601711010026>
- Manca, S., & Ranieri, M. (2016). Facebook and the others. Potentials and obstacles of Social Media for teaching in higher education. *Computers & Education*, 95, 216–230. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2016.01.012>
- McCarthy, R. ..., McCarthy, M. (2014). Student Perception of Social Media as a Course Tool. *Information Systems Education Journal*, 12(2) pp 38-46.
- Perrin, A. & Anderson, M. (2019). Share of U.S. adults using social media, including Facebook, is mostly unchanged since 2018. Pew Research Center. FactTank News in The Numbers. <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/04/10/share-of-u-s-adults-using-social-media-including-facebook-is-mostly-unchanged-since-2018>
- Price, A. M., Devis, K., LeMoine, G., Crouch, S., South, N., & Hossain, R. (2017). First year nursing students use of social media within education: Results of a survey. *Nurse Education Today*, 61, 70–76. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.10.013>
- Ventayen, C. C. O.-, & Ventayen, R. J. M. (2017). ROLE OF SOCIAL MEDIA IN EDUCATION: A TEACHERS' PERSPECTIVE. *ASEAN Journal of Open Distance Learning*, 9(2), 1–7.
- Talae, G.M., Alsaad, A., Al-Rushaidan, N., Al-Hugail, A., & Al-Fahhad, S. (2018). The Impact of Social Media on Academic Performance of Selected College Students. *International Journal of Advanced Information Technology*.
- Wise, L.Z., Skues, J.L., & Williams, B. (2011). Facebook in higher education promotes social but not academic engagement.